কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : বাজার ব্যবস্থা ও তার নিয়ন্ত্রণ

(Kautilya's Arthashastra : Market System and Its Control)

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

স্থানীয়ভাবে মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব যাহাতে না ঘটে সেজন্য বর্তমান যুগে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বাফার স্টক পদ্ধতি অনেক দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। স্থানীয়ভাবে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হইতেছে পণ্যের চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ সাময়িক-ভাবে কম থাকা। কিন্তু এই ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবে কার্য-কর হইলেও সমগ্র দেশের জন্য কার্যকর নয়। কল্যাণ-কর রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী কৌটিল্য দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি হেতু জন-জীবনের দুর্দশা যাহাতে না হয় সেজন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যের সুষম বণ্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবস্থার পাশাপাশি তিনি পণ্যের সুষম (uniform) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। আর এই দুই ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিতভাবে দোকানপাট স্থাপন ও ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি ব্যবসাকালীন সময়ও (business hours) স্থির করা দরকার হয়। অথচ সেই প্রাচীন যুগে এইরূপ উন্নত ও সুষম বাজার কাঠামোর যিনি সুপারিশ করেন আমরা অনেকে তাঁর নাম ও পরিচয় পর্যন্ত জানি না। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা বাজার ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে এমন উন্নত ধ্যানধারণা দিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। যদি এইরূপ কাঠামো কোন দেশে প্রচলিত থাকে, তবে চার হাজার বছর পূর্বের কৌটিল্যের স্থান কোথায় দাঁড়ায়? নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের অনেক অর্থনীতিবিদদের উপরে?

কৌটিল্যের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যাশিত চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেই সময় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জন্য পণ্যের সুনির্দিষ্ট কোটা ছিল। ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের জন্য বরাদ্দকৃত পণ্য অন্য কোন সময় বা স্থানে বিক্রয় করিতে পারিত না। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগের ব্যবসায়ীদের কালোবাজারী ও মুনাফা প্রবণতা প্রতিরোধের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায়: "They (merchants) shall make a report of those who sell any merchandise in a forbidden place or time, as well of those who are in possession of merchandise other than their own." বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি কৌটিল্যের সুপারিশকৃত বাজার ব্যবস্থার অনেকাংশ অনুসরণ করিলে তাহাদের ভাল বই মন্দ হওয়ার কথা নয়। কৌটিল্যের সময় ভোক্তাদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা ব্যবসা-য়ীদের স্বার্থ বিরোধী ছিল না। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের সময় পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, পণ্য প্রস্তুতের সময়, পণ্য কোন দূরদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে কিনা, উহার গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হইত। উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ মুনাফা যোগ করিয়া রাষ্ট্র পণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারণ করিত। সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুতকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মুনাফা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। রাষ্ট্রের পক্ষে বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতেন। নির্ধারিত মুনাফার চাইতে বেশী মুনাফা অর্জনের

চেষ্টা করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী/ব্যবসায়ীদেরকে জরিমানাসহ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত। এই ধরনের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা আধুনিক যুগেও অনেক দেশ অনুসরণ করিতে পারে।

প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক দেশে স্বীকৃত। এই শ্রেণীর লোকেরা ভোক্তা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অনেক দেশে এই শ্রেণীর লোকেরা অতি মুনাফা জনিত কারণে বাজার ব্যবস্থায় অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি করে অবশ্য পুরাপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করিতে পারিলে এই শ্রেণীর লোকদের শোষণ বন্ধ করা যায়। কিন্তু মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। এই শ্রেণীর লোকদের মুনাফা রোধ এবং বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কৌটিল্য কম সচেতনতার পরিচয় দেন নাই।

মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজির ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কৌটিল্য কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ করেন :

প্রথমত, পরিমাণ বা ওজনের বেলায় হাতের কারসাজিতে কম পরিমাণ পণ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের জরিমানা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, পণ্যের গুণগত মান পার্থক্য করণের সাজা হইবে জরিমানা এবং ইহা আনুপাতিক ভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করেন।

তৃতীয়ত, কৌটিল্য মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতিদিনের আয় সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বাঁধিয়া দেওয়ার সুপারিশ করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা মধ্য-ভোগীদের প্রতিদিনকার আয় পরিমাপ (calculate) করিয়া তাহাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃত্ব পূর্বাহ্নে নির্ধারিত পরিমাণ প্রদান করিত।

এই শেষোক্ত ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফা প্রবণতা রোধ করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি তাহা এই শ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রারও নিশ্চয়তা বিধান করিতে সমর্থ হয়। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ আধুনিক যুগে নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করা হয় আধুনিক যুগের বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞদের একাংশ বাজার ব্যবস্থা হইতে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তির সুপারিশ করেন। আবার একাংশ সমবায় বাজার ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন ; কিন্তু এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমটি উন্নয়নশীল দেশে প্রযোজ্য নয়। কেননা বহু উন্নয়নশীল দেশ কৃষি প্রধান। ফলে কৃষিপণ্যের বাজারজাত প্রক্রিয়ার সাথে লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী জড়িত। কৃষিখাতে যেখানে বেকারত্ব, অর্ধ-বেকারত্ব ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব প্রচুর সেখানে বিকল্প কোনকর্মসংস্থান ছাড়া এই শ্রেণীর লোকদের বিলুপ্ত করা কোন্ যুক্তিতে সম্ভব ? বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের ভার (burden) হইয়া দাঁড়াইবে যাহা আর্থ সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমর্থনযোগ্য নয়। দ্বিতীয় সুপারিশের ব্যাপারে এই কথা বলা যায় যে পুঁজিবাদী বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যতটা সহজ, বেসরকারী পর্যায়ে ততটা সহজ নয়। কেননা ব্যক্তি উদ্যম যেখানে মুখ্য সেখানে সামষ্টিক উদ্যোগের ব্যাপারে তেমন একটা সফলতা লাভ করার আশা করা যায় না। বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের (বাংলাদেশসহ) অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে সমবায় বাজার ব্যবস্থা তেমন কোন সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই। এইজন্য পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাত করণ এবং একই সাথে ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা যাহাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের অহেতুক ও অযৌক্তিক শোষণের সম্মুখীন না হয় সেজন্য কৌটিল্যের উপরিউক্ত সুপারিশ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে অনুসরণ করা সম্ভব হইতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের জনগণের মধ্যে বিদেশী পণ্য ভোগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

দেশের সমগুণসম্পন্ন পণ্যের বদলে বেশী দামেও বিদেশী পণ্য ক্রয়ে অনেক ক্রেতাই অগ্রাধিকার প্রদান করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এই অবস্থাকে "ভোগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা" হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি এইরূপ স্বাধীনতা দেশের সমস্ত অঞ্চলের লোক একই সাথে ভোগ করিতে পারে? ক্রয়সামর্থ্যের কথা বাদই দিলাম। ক্রয়ক্ষমতা সমান থাকা সত্ত্বেও কি প্রায় একই বাজার দামে ভোক্তারা এই সুবিধা পায়? না, আসলে তাহারা পায় না। কেননা বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুটিকয়েক শহর কেন্দ্রিক। এইসব শহরেই বিদেশী আমদানি দ্রব্যের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে অনেক বিদেশী পণ্য প্রয়োজনীয় হইলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের পক্ষে তাহা যুক্তি সঙ্গত দামে সঠিক সময়ে ক্রয় করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তথাকথিত মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফা প্রবণতা ইহার মূল কারণ।

আশ্চর্যের কথা যে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে আমদানিকৃত দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে কৌটিল্য যে সুপারিশ করেন তাহা আধুনিক যুগেও সাফল্যজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম। বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন বাজার ও বিভিন্ন স্থানে কার্যরত লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ধরনের পণ্য পূর্ব নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বণ্টনের সুপারিশ করেন। একস্থানের ব্যবসায়ীরা যাহাতে অন্যস্থানে। বাজারে তাহার পণ্য বেশী মূল্যে বিক্রয় না করিতে পারে সেজন্য তিনি এই সব পণ্যের স্থির মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার সুপারিশ করেন।

আবার আমদানিকৃত পণ্যের একাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও বিক্রয়ের তিনি সুপারিশ করেন। এইভাবে তৎকালীন যুগে ব্যবসায়ীদের মুনাফা প্রবণতা রোধ করিয়া ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণের যে সুপারিশ তিনি করেন তাহা বর্তমানকালেও অনুসরণযোগ্য।

পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে মূল্যের দ্রুত উঠানামা হয়। এই অসামঞ্জস্যতা স্বল্পমেয়াদে সাধারণত দেশের একাধিক স্থানে উদ্ভব হইতে পারে। ইহার মূল কারণ হইতেছে চাহিদার সাথে পণ্যের সরবরাহ অসংগতিপূর্ণ। ফলে ধনাত্মক অতিরিক্ত চাহিদা (excess positive demand) থাকার দরুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। আবার দেশের কোন কোন স্থানে বা বাজারে পণ্যের যোগান অতিরিক্ত থাকিলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। দ্রব্যমূল্যের এই আচরণ অর্থনীতির উপর বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এই অবস্থার যাহাতে উদ্ভব না ঘটে সেজন্য কৌটিল্য অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি এই ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন—

(ক) যেখানে পণ্যের যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশী সেখানে রাষ্ট্র অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করিয়া স্থানীয়ভাবে গুদামজাত করিবে।

(খ) যেখানে পণ্যের চাহিদা অতিরিক্ত সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়ক (superintendent of commerce) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ঘাটতি এলাকায় পণ্য বিক্রয়েরও তিনি সুপারিশ করেন। কৌটিল্য এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদেরকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে পারিতোষিক প্রদানের কথা বলেন যাহাতে তাহারা অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে পালনের অনুপ্রেরণা পায়। অর্থশাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করা যাউক: "Wherever there is an excess of supply of merchandise, the superintendent shall centralise its sale and prohibit the sale of similar merchandise elsewhere before the centralised supply is disposed of towards the people, the merchants shall sell this centralised supply for daily wages."

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে বিংশ শতাব্দীতেও উপরোক্ত ধরনের কার্যকরী ব্যবস্থা বিশ্বের অনেক দেশে নাই। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে যিনি এই ধরনের সুপারিশ করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার মূল্যায়ন বা তাঁহার অবদান সম্পর্কে প্রাচ্যের কয়জন অর্থনীতিবিদ তাহাদের লেখায় তুলিয়া ধরিয়াছেন ? অথচ উপরিউক্ত ধরনের ব্যবস্থার অংশ বিশেষ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা—বিশেষত পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের একাংশ অহরহ সুপারিশ করেন। আর পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদদের সুপারিশ আমরা গলাধঃকরণ করি এবং তাহা অনুসরণ করিয়া সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাই, নিজেদের অতীত মূল্যায়ন করার অক্ষমতা স্বীকার করিতে লজ্জা পাই।

(ক্রমশঃ)